যুগান্তর

তারিখ ... 23 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ......

টাকা নিয়ে গবেষণা করেননি এমন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের তালিকা হচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

গবেষণার নামে অর্থ নিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক গবেষণা করেননি, এমনকি অর্থ পর্যন্ত ফেরত দেননি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সেসব শিক্ষকের তালিকা তৈরি করেছে। গবেষণা সমাপ্ত কিংবা গৃহীত অর্থ ফেরত না দেয়া পর্যন্ত আগামীতে তাদের নতুন কোন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম নজরুল ইসলাম শনিবার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে এ তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির কিছু ব্যক্তি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বিরোধিতা করছে। তাদের কারণেই আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া বারবার পিছিয়ে যাচ্ছে। তবে এবার আইনটি হচ্ছে। আগামী সংসদে তা পাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আইনটি প্রণীত হলে বেসরকারি খাতে প্রদেয় উচ্চশিক্ষা লাভবান হবে। অধ্যাপক ইসলাম এ সময় বলেন, বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ৫ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। কিন্তু ৫১টির মধ্যে মাত্র ৫টি এ শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাকিগুলো আইনত বৈধ নয়। নতুন আইন হলে এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন

শিক্ষকের : পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

শিক্ষকের : তালিকা হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এযাবৎকালের সর্ববৃহৎ প্রকল্প 'উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প'র অগ্রগতি অবহিত করা উপলক্ষে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইউজিসি চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক তাজুল ইসলাম। ইউজিসির অপর সদস্য অধ্যাপক ড. এহসানুল হক, অধ্যাপক আমেনা ইসলাম এবং প্রকল্পের পরিচালক রুহুল্লদদীন আহমদ এতে বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক ও অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। ৬৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের অর্থের ২০ ভাগ বাংলাদেশ সরকারের। বাকি ৮০ ভাগ বিশ্বব্যাংক সহজ শর্তে ঋণ হিসেবে দিয়েছে। বিশ্বের আরও ৩১টি দেশে এ প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪টি বিষয়ে প্রকল্প প্রস্তাবনা গ্রহণ করা হবে। আগামী বছর থেকে ৩ বছরের মধ্যে ওই সব প্রকল্প ও গবেষণা শেষ করতে হবে। এ প্রকল্পে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এজন্য স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়া, সমাবর্তন করা, কমপক্ষে দু'বছরের অডিট এবং ম্যাচিং ফান্ড (অর্থের ২০ ভাগ নিজস্ব থাকবে) গঠনে সক্ষম হতে হবে। ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, গবেষণার জন্য ইউজিসি বরাবরই অর্থ দিয়ে আসছে। কিন্তু এর ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। গত জোট সরকারের আমলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ১০ কোটি টাকা দিয়েছে। কিন্তু তার ৯০ ভাগই সঠিক ব্যবহার হয়নি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের গবেষণার জন্য অর্থ নিয়ে গবেষণা না করা এমনকি অর্থ ফেরত না দেয়ার রেকর্ড রয়েছে। তবে এটা কমে এসেছে। অনেককে চাপ দিয়ে কাজ আদায় করা হয়েছে। আবার অনেকে অপারগ হওয়ায় ফেরত দিয়েছে। তবে এরপরও বেশ কিছু অনাদায়ী রয়েছে। চলতি প্রকল্পে গবেষণার অর্থ পেতে 'ডিফল্টার' খাতা থেকে নাম মোছানোর শর্ত উল্লেখ করে তিনি বলেন, নতুন এ প্রকল্প নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। একাডেমিক কমিটি এবং ফ্যাকাল্টি হয়ে ডিনদের কাছে যাচ্ছে প্রস্তাবনা। গবেষণা এখন আর চুপি চুপি করা যাবে না, সবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেছে। তিনি এ সময় বলেন, গবেষণার নামে দুর্নীতি করলে আর রক্ষা নেই। এজন্য নতুন বিধান থাকছে। অধ্যাপক ইসলাম চলতি প্রকল্পকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 'প্রণোদনা' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, 'কিন্তু তারা শর্তপূরণ করতে পারেনি। আবার যে ক'টি শর্তপূরণ করেছে, তাদের শিক্ষকরা আবার গবেষণার চেয়ে ক্লাস নিতে বেশি আগ্রহী। কেননা তারা ভাবে, গবেষণা করলে আর কত টাকা পাওয়া যাবে, এর চেয়ে বরং একটি কোর্স বেশি পড়ালে বেশি অর্থ মিলবে। আবার অনেকে স্থায়ী ক্যাম্পাসের শর্তের কারণে পাচ্ছে না।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গবেষণার জন্য ইউজিসি থেকে অর্থ নিয়ে তার বিনিময় আদায়ে যাতে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ ছাত্রছাত্রীদের ওপর অতিরিক্ত ফি চাপাতে না পারে, তা ইউজিসি কঠোর মনিটরিংয়ে রেখেছে।